দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

দুই লাখ নয় হাজার শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি নিশ্চিত করেনি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কলেজ ভর্তির প্রথম মেধাতালিকায় স্থান পেয়েও ভর্তি নিশ্চয়ন বা নিশ্চিত করেনি দুই লাখ ৯ হাজার শিক্ষার্থী। একদিন সময় বাড়ানোর পরে শনিবার দুপুর ১২টায় শেষ হয় নিশ্চায়নের সুযোগ। বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার পরও প্রথম মেধাতালিকার ১২ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ভর্তি নিশ্চিত করছে ১০ লাখ ৪০ হাজার ৫০০ জন। এদিকে বারবার নির্দেশ দেয়ার পরও যারা নিজেদের ভর্তি নিশ্চিত করেনি তাদের নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেছেন বোর্ড কর্মকর্তারা।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান শনিবার সন্ধ্যায় জনকণ্ঠকে বলেন, অনেক শিক্ষার্থীই তাদের ভর্তি নিশ্চিত করেনি। দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থী, তাই ইচ্ছে করলেই তাদের আমরা বাদ দিতে পারি না। আমরা ধারণা করছি সচেতনতার অভাবে তারা মেধাতালিকায় স্থান পেলেও নিশ্চায়ন করেনি। কিন্তু এখন তাদের কি হবে? তাদের ভর্তি কি আর করার সুযোগ নেই? এমন প্রশ্নে চেয়ারম্যান বলেন, দেখি এখন যেহেতু নতুন করে আবেদন চলছে সেহেতু অনেকেই নিশ্চায়ন না করেও আবেদন করতে পারেন। আবেদন শেষে আমরা বাছাই করব নিশ্চায়ন না করেও কতজন আবার নতুন কলেজের জন্য আবেদন করল। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমরা নেব। তবে আমরা নিশ্চায়ন না করা শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব কলেজেই রেখে দিতে পারি।

গত ৬ থেকে ৮ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত নিশ্চয়নের সময় ছিল। আশানুরূপ নিশ্চয়ন না হওয়ায় সময় বাড়িয়ে ১০ জুন দুপুর বারোটা পর্যন্ত নিশ্চয়নের সুযোগ দেয়ার পরও তা গ্রহণ করেনি দুই লাখ ৯ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী। যারা নিশ্চয়ন করেনি তাদের জন্য কী করণীয়? ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন বলছিলেন, তাদের চিন্তার কিছু নেই। হয়ত তারা ভাবছে নিশ্চায়ন করার দরকার নেই। কেউ কেউ হয়ত অন্য কলেজ চায় তাই এখন আবার আবেদন করবেন। তবে তাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের এক-দুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এখন অনেকেই আবেদন করছেন। রবিবারও (আজ) আবেদন করতে পারবেন নতুন করে। দেখা যাক কি অবস্থা দাঁড়ায়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট মোঃ মনজুরুল কবির বলেন, তারা নতুন করে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। তবে যেহেতু তারা প্রথম তালিকায় মনোনীত ছিলেন তারপরও ভর্তি নিশ্চয়ন করেনি তাই তাদের বিষয়টি ভাবতে হবে। ভর্তি কমিটি হয়ত কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে। তবে সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে।

শিক্ষা বোর্ড আগেই জানিয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ভর্তি নিশ্চিত করতে হলে নিশ্চয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই হবে। এক্ষেত্রে টেলিটক, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রকেট ও শিওর ক্যাশের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১৮৫ টাকা দিয়ে ভর্তি নিশ্চয়ন বা নিশ্চিত করতে হবে। আবেদনের সব প্রক্রিয়া ও নির্দেশনা স্ব স্ব শিক্ষা বোর্ড ও ভর্তির ওয়েবসাইটে (www.xiclassadmission.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩ জুন প্রকাশ করা হবে দ্বিতীয় মেধাতালিকা। ১৪ ও ১৫ জুনের মধ্যে দ্বিতীয় মেধাতালিকায় মনোনীতদের নিশ্চয়ন সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয়

বোর্ড কর্মকর্তারা চিন্তিত

তালিকায় মনোনীতদের নিশ্চয়নের পর তৃতীয় পর্যায়ে আবেদনের সুযোগ থাকছে ১৬ ও ১৭ জুন। ১৮ জুন সর্বশেষ বা তৃতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। তৃতীয় তালিকায় মনোনীতদের নিশ্চয়ন সম্পন্ন করতে হবে ১৯ জুনের মধ্যে। আর ২০ থেকে ২২ জুন প্রথম দফায় এবং ২৮ থেকে ২৯ জুন দ্বিতীয় দফায় ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে কলেজগুলো। ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই। গত ৯ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত চলে অনলাইন ও মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া। ৩০ মে পুনঃনিরীক্ষণে ফল পরিবর্তন হওয়া শিক্ষার্থীরা ৩০ ও ৩১ তারিখ ভর্তির আবেদন করার সুযোগ পান। ভর্তির জন্য আবেদন করেছে মোট ১৩ লাখ ৯ হাজার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থী।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর